দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 5 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

বই মেলা—সুন্দর সূচনা

বইপ্রেমীদের মহোৎসব 'অমর একুশে গ্রন্থ মেলা' এবার এক সপ্তাহ এগিয়ে এসেছে। একুশের বই মেলা বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে সুসংগঠিত হওয়ার পর থেকে ফেব্রুয়ারীর সাত তারিখ শুরু হয়ে আসছিল। এবার ছ'দিন এগিয়ে এনে ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিনই মেলার দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে মেলা উদ্বোধন করেন বিচরপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান। যথাশব্দ-খ্যাত বিচারপতি রহমানের সাহিত্য-নিষ্ঠা সুবিদিত। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল।

বই মেলা এক সপ্তাহ এগিয়ে আনার ব্যাপারটা যে সকল মহলেই আনন্দের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে তা উদ্বোধনী দিনেই টের পাওয়া গেছে। পয়লা ফেব্রুয়ারী দিনটা ছিল বৃষ্টিস্নাত। সকালবেলার বর্ষণের ফলে মেলা প্রাঙ্গণের একটা বড় অংশ বলতে গেলে নৌকো চালানোর উপযোগী হয়ে ওঠে। জমে থাকা পানির জন্যে মেলার মূল তোরণ ব্যবহারই করা যায়নি। দর্শক-ক্রেতাদের উৎসাহ কিন্তু এতে দমে যায়নি। মেলায় বিপুল জনসমাগম ঘটে—বইপত্রের বিক্রয়ও ছিল উৎসাহজনক।

আজ আর বলায় দ্বিধা নেই যে ফেব্রুয়ারী উদযাপনের প্রধান আকর্ষণ এই 'অমর একুশে গ্রন্থ মেলা'। মেলার এ জনপ্রিয়তা আমাদের আশান্বিত করে, ভাষাপ্রীতি আমাদের ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করতে পেরেছে। 'মুখের ভাষা বুকের রুধির' এ প্রত্যয় সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের প্রেরণায় পরিণতি পেয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে পূর্ণতা দিতে যে অধ্যয়নের প্রয়োজন, তার জোগান একমাত্র সাহিত্যই দিতে পারে। বইপ্রীতি তাই প্রকৃত অর্থে ঋদ্ধজীবনের নিশ্চয়তা।

শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সংকলন ও দু'চারটে বই ফেরি করা থেকে যার শুরু বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এসে তা সংগঠিত মেলায় স্থিত হয়। প্রাঙ্গণের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে এক সময় মেলা স্থানান্তরের চিন্তাও আসে। ঢাকার সাহিত্য-প্রেমীরা এতে সম্মত হতে পারেননি। তাদের বক্তব্য ছিল পরিষ্কার, ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল বাংলা একাডেমী থেকে একুশের স্মৃতিধন্য এই গ্রন্থ মেলাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, তারা এ অনুভূতিকে মর্যাদা দিয়েছেন। প্রমাণ করেছেন সুষ্ঠু পরিকল্পনা আর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে পরিসরের সংকট কাটিয়ে ওঠা কঠিন কিছু নয়। দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি মোড় গোটা রাস্তাটিকে মেলা প্রাঙ্গণে সংযুক্ত করার ব্যাপারটা বাদ দিলেও এবার মূল প্রাঙ্গণেই তিন শতাধিক স্টল তৈরী হয়েছে। তিনশ তিরিশটি বই-এর স্টলের সবকটিই একাডেমী এলাকায় অবস্থিত। পরিকল্পিত বিন্যাসের ফলে দমবদ্ধ করা পরিবেশ কিংবা চলাচলের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়নি। একাডেমী নিজেদের জন্যে শোভন এবং সুপ্রশস্ত স্টল তৈরি করেছেন ব্যাঙ্ক ভবন ঘিরে।

বই মেলার মূল আকর্ষণের দিক থেকেও আয়োজনের কোনো ঘাটতি হবে, এমন মনে হয় না। প্রকাশকেরা এখনো ছাপাখানা আর বাঁধাই ঘর নিয়ে ব্যস্ত। সব বই এখনো তাই তাকে ওঠেনি। তিরানব্বইর মেলার বই নিয়ে মন্তব্য করা এখনো তাই সমীচীন মনে করি না। তবু মেলার যে কোনো স্টলের দিকে নজর দিলেই আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না যে মেলাকেন্দ্রিক প্রকাশনা অনেক অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। প্রকাশনার মান কিংবা বিষয়ের বৈচিত্র্য কোনো দিক থেকেই খেদ করার কোনো কারণ থাকবে না।

গত কয়েক বছর ধরেই বই মেলায় গদ্যের বিশেষ করে কথা সাহিত্যের প্রাধান্য লক্ষিত হয়ে আসছে। এ বছরও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে, এমন মনে হয় না। কথা সাহিত্যের পরই মুক্তিযুদ্ধ এবং রাজনীতিবিষয়ক বইর চাহিদা লক্ষণীয়। কবি আর কাবিতাপ্রেমীদের অবশ্য হাতাশ হওয়ার কারণ নেই, কবিতার পাঠক সব দেশেই সীমাবদ্ধ। সমঝদার পাঠকই কবিদের লক্ষ্য, সংখ্যা নয়। কবিতার প্রকাশনার দিক থেকে এবার অবস্থা গত বছরের চেয়ে আশাপ্রদ বলেই প্রতীয়মান হয়। এ বছর এরই মাঝে 'নির্মলেন্দু গুণের কবিতা সমগ্র' (দু'খন্ড) সহ বেশ কিছু সুমুদ্রিত কবিতার বই মেলায় এসে গেছে। আর বিক্রয়ের দিক থেকে একজন কবি অন্তত রেকর্ড স্থাপন করবেন বলে মনে হয়। এই কবি তাসলিমা নাসরিন। বিতর্ক তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে, সন্দেহ নেই।

জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গ যখন উঠলো তখন হুমায়ুন আহমেদের নাম বলতেই হয়। এ বছরও তার শীর্ষস্থান অক্ষুণ্ণ থাকছে। মেলার দর্শক-ক্রেতাদের অন্যতম আর্কষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হুমায়ুনের সই সংগ্রহ করা। এ উপলক্ষে তার সঙ্গে দুটো কথা বলা। হুমায়ুন তার পাঠকদের বিমুখ করছেন না। প্রথম দিন থেকেই তিনি নিয়মিত হাজিরা দিয়ে চলেছেন।

যে কোনো গ্রন্থ মেলার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বই-কে পরিচিত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে লেখক-পাঠক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তোলা। বেচা-কেনাই মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এক সময় আমাদের প্রকাশকেরাও এভাবেই বিষয়টিকে দেখতেন। গত কয়েক বছর থেকে অবস্থা অনেকটা বদলে গেছে। মেলায় বেচা-কেনা গোটা বছরের ব্যবসায়ের প্রধান অংশে পরিণত হয়েছে। প্রকাশকেরা মেলা থেকেই বিনিয়োগের একটা বড় অংশ উঠিয়ে নেয়ার আশা করেন এবং এ আশা বহুলাংশেই পূর্ণ হয়। আমাদের মত সীমিত পাঠকের দেশে একে অবশ্যই শুভ লক্ষণ বলে গণ্য করতে হবে। বই বিক্রি যত বাড়বে প্রকাশনাও ততই গুণে-মানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। মেলায় উপস্থিত থেকে আমাদের গ্রন্থকারেরা যদি পাঠক-ক্রেতাদের উৎসাহিত করেন, তাতে সাহিত্যই উপকৃত হবে।

বিদেশের গ্রন্থ মেলাগুলোতে পাঠক ছাড়াও কোথাও কোথাও লেখক-প্রকাশক যোগাযোগের উপর জোর দেয়া হয়ে থাকে। এ যোগাযোগ অনেক সময়ই আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে। একুশে গ্রন্থ মেলা আমাদের লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক অবশ্যই ঘনিষ্ঠতর করছে। আর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের উপলক্ষ্যও যে গড়ে উঠবে, তারও কিছু লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে।

পশ্চিম বাংলার পাঠকদের অনেকেই এ উপলক্ষ্যে ঢাকা আসেন। অনেক প্রকাশকও এসে পশ্চিম বাংলায় প্রকাশের অনুমতি নিয়ে যান। এ বছর একজন ব্যতিক্রমী আগন্তুকের সঙ্গে দেখা হল। হল্যান্ডের এক তরুণ বাংলাভাষাপ্রেমী এসেছেন আমাদের সাহিত্য ও প্রকাশনার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে। ভিক্টর নামের এই সাহিত্যপ্রেমী কিছু বই-এর অনুবাদস্বত্ব সংগ্রহেও আগ্রহী। তার আগ্রহ কথা সাহিত্যে সীমাবদ্ধ। স্বল্প সময়ের আলাপেই মনে হয়েছে, ভিক্টর বাংলা ভাষা বেশ ভালোই আয়ত্ত করেছেন।

একুশে গ্রন্থমেলা এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। সকল শ্রেণীর নাগরিকের প্রীতি আর শ্রদ্ধা-ধন্য মেলার এ বিকাশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তি মাত্রেরই আনন্দের উপলক্ষ্য। মেলার পরিকল্পনায় কিন্তু এখনো কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। গ্রন্থ মেলাকে এখনো একটি মেলার চেয়ে বই-র বাজারের সম্প্রসারিত রূপ বলেই মনে হয়। জনপ্রিয় বা চালু বই প্রায় সব স্টলেই পাওয়া যায়। এক প্রকাশকের বই শত স্টলে বিক্রয় হয়। প্রকাশনাকে পরিচিত করে তোলার চেয়ে তাই বিক্রয় বাড়ানোকেই মুখ্য মনে হয়। আর এ সুযোগ আছে বলেই নামসর্বস্ব প্রকাশকেরাও মেলায় এসে ভিড় বাড়ান।

এ মুহূর্তেই হয়ত সম্ভব হবে না তবু লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, মেলাকে প্রকাশকদের অনুষ্ঠানে পরিণত করার। প্রকাশকেরা যদি নিজেদের বই নিয়েই মেলায় আসেন, প্রকাশনার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন সহজতর হয়ে উঠতে পারে।

এ বছর থেকে বাংলা একাডেমী প্রতিদিন প্রতি স্টল থকে বিক্রয়ের হিসাব সংগ্রহ করছেন। একটি সুন্দর উদ্যোগ। এর থেকে প্রকশনার জনপ্রিয়তার নির্ভরযোগ্য তথ্য বেরিয়ে আসবে। আগের দিনের পরিসংখ্যান যদি নিয়মিত প্রচার করা হয় তাহলে প্রকাশক এবং ক্রেতারাও এতে উপকৃত হবেন। লেখকেরাও পেতে পারেন পাঠকের চাহিদার পরিচয়।

বই মেলার প্রথম তিন দিন সুন্দরভাবে অতিবাহিত হয়েছে, আশার সঞ্চার করেছে। এ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকুক এটাই সকলের কামনা। এ ক্ষেত্রে আমাদের তরুণ বন্ধুদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে।

— সালেহ চৌধুরী